যুগান্তর

তারিখ 21 NOV 2008
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

গ্রন্থনীতির বাস্তবায়ন

নব্বইয়ের দশকের প্রথমার্ধে প্রণীত জাতীয় গ্রন্থনীতির বাস্তবায়ন আজও হয় ইহা দুর্ভাগ্যজনক। বাস্তবায়িত হইলে উহা জাতির মননশীলতা ও সৃজন বিকাশে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখিতে পারিত। দেশের সকল পাঠক, লেখক ও প্রকাশকও ইহার সুফল পাইতেন। জাতীয় গ্রন্থনীতি প্র উদ্দেশ্য ছিল প্রকাশনার মান উন্নয়নের পাশাপাশি এই ক্ষেত্রে সকল অনি অনাচার বন্ধ করা। বুধবার যুগান্তর আয়োজিত 'সৃজনশীল বইয়ের প্রকা সংকট ও সম্ভাবনা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রকাশকদের বক্তব্যে এই বি উঠিয়া আসে। ইহা সত্য যে, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন ও আকাশ সংস্কৃতি যুগে নূতন প্রজন্মের মধ্যে পাঠাভ্যাস অনেকটাই কমিয়া গিয়াছে। শিক্ষা ব সার্বিক দুর্বলতার কারণে শিক্ষার্থীরা সৃজনশীল ও মননশীল বইয়ের উপর হ ফেলিতেছে আগ্রহ। এক সময় পাড়ায়-মহল্লায় পাঠাগার গড়িয়া তুলিবা প্রবণতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, উহাও এখন আর দেখা যায় না। সমাজে নেতিবাচক প্রভাব পড়িতে বাধ্য। বই জ্ঞান ও মননের আকর। বইকে উ করিয়া কোন জাতি আগাইতে পারে নাই। দুর্ভাগ্যজনক হইলেও সত্য, স্বাধী পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কারিকুলাম-বহির্ভূত বইয়ের প্রতি নজর দেও নাই। প্রকাশনা শিল্পের সমস্যা সমাধানেও লওয়া হয় নাই কার্যকর কোন উ পূর্বাপর সরকারের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে জাতীয় গ্রন্থনীতিও বাস্তবায়িত পারে নাই। সময়ের ব্যবধানে গ্রন্থনীতির হালনাগাদ করাও জরুরি পড়িয়াছে। প্রকাশনা শিল্পের আরেকটি বড় সমস্যা হইল মুদ্রণ উপকরণ অস্বাভাবিক দাম। বেশি দামে কাগজ-কালি কিনিতে হইলে বইয়ের দামও পড়িবে— যাহা সাধারণ পাঠকের পক্ষে ক্রয় করা সম্ভব নহে। সরকার ব খাতে কোটি কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে পারিলে এই খাতকে বাঁচাইয়া র কিছুটা ভর্তুকি দিলে ক্ষতি কী? তবে দেখিতে হইবে সেই ভর্তুকি যাহাতে ব না যায়। ইতিপূর্বে সরকারের বই ক্রয় প্রকল্প লইয়া নানা অনিয়ম ও হইয়াছে। প্রকল্প বন্ধ করা উহার সমাধান নহে। বরং প্রকৃত লেখক ও প্রক যাহাতে এই প্রকল্প হইতে উপকৃত হইতে পারেন, রাজনৈতিক তদ্বিরবাজি থাকে, সেই ব্যাপারে সতর্ক থাকাই বাঞ্ছনীয়। আমরা বন্ধ হইয়া যাওয়া ব প্রকল্পটি পুনরায় চালু করিবার দাবি জানাইতেছি। স্কুল-কলেজ পর্যায়ে শিক্ষা মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়িয়া তুলিতে ইহা সহায়ক ভূমিকা পালন করিবে পাইরেসির কারণে আমাদের প্রকাশনা শিল্প হুমকির সম্মুখীন। নকল ও নিম্ন বইয়ে বাজার ভরিয়া গিয়াছে। ইহাতে প্রকৃত লেখক-প্রকাশকরা যেমন প্র হইতেছেন, তেমনি দেশের ভাবমূর্তিও নষ্ট হইতেছে। কোনভাবেই নক প্রবণতা চলিতে দেওয়া যায় না। আমরা চাহি, দেশে প্রকাশনা শিল্পে পেশা গড়িয়া উঠিবে। প্রকাশ পাইবে সুসম্পাদিত ও মানসম্পন্ন বই। প্রক লেখকদের উপযুক্ত রয়্যালটি প্রদান করিবেন। বিভিন্ন সমস্যা সত্ত্বেও আ প্রকাশনা শিল্পের বিকাশ ঘটিতেছে। এখন প্রয়োজন উহাকে সঠিক পথে করিতে যুগোপযোগী জাতীয় গ্রন্থনীতি এবং উহার যথাযথ বাস্তবায়ন। স মন্ত্রণালয় ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র এই ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ লইবে, ইহাই স